দৈনিক সংবাদ

তারিখ 21 OCT 1990
পৃষ্ঠা 8 কলাম 6

## জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষ সমীপে—

বেশ কয়েক বছর ধরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে বাণিজ্য বিভাগে ছাত্রছাত্রী মাত্রাতিরিক্তভাবে কমতে বসেছে। এর অন্যতম কারণ হিসেবে "জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড" কর্তৃপক্ষ মাধ্যমিক পর্যায়ে যে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করেছেন তাতে বাণিজ্য বিভাগকে আদৌও গুরুত্ব দেয়া হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান ও মানবিক বিভাগ নিয়ে দ্বিমুখী পাঠ্যক্রম চালু আছে। এর ফলে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক মহল বাণিজ্য বিভাগ বলে সে একটি যুগপোযোগী গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ আছে তা ভুলতে বসেছে।

বর্তমানে ১৯৯২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের যে পাঠ্যক্রমে চালু আছে তাতে ৭০০ নম্বরের আবশ্যিক বিষয় ছাড়া বিজ্ঞান বিভাগে "সাধারণ বিজ্ঞানে" ২০০ নম্বর এবং মানবিক বিভাগের জন্য "সমাজ বিজ্ঞানে" ২০০ নম্বরসহ অন্যান্য ৯টি নৈর্বাচনিক বিষয়ের মধ্যে বাণিজ্য বিভাগের "হিসাব রক্ষণ ও কারবার পদ্ধতি" মাত্র ১০০ নম্বরের জন্য রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে যদি বিজ্ঞান ও মানবিক বিভাগের মত বাণিজ্য বিভাগের জন্যও ২০০ নম্বরের বিষয় নিয়ে পড়ার সুযোগ থাকত তাহলে বাণিজ্য বিভাগে এভাবে ছাত্রছাত্রী কমত না। বাণিজ্য বিভাগে ছাত্রছাত্রী কমার পিছনে দ্বিতীয় কারণ যেটি কাজ করছে তাহলো–বহু স্কুলে সরকারী হোক আর বেসরকারীই হোক, বাধ্যতামূলকভাবে অন্যান্য গ্রুপের ন্যায় বাণিজ্য বিভাগে শিক্ষক নেই। যে কারণে মাত্র ১০০ নম্বর নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে "হিসাব রক্ষণ ও কারবার পদ্ধতি" পড়তে চাইলেও শিক্ষকের অভাবে পড়তে পারে না। ফলে দেখা যায় মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করে ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞান ও মানবিক বিভাগে পড়ে এসে যথারীতি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির সময় স্ব-স্ব বিভাগ বেছে নেয়। বাণিজ্য বিভাগে ভর্তির কথা বললে অনেকেই ভয় পায়। বাণিজ্য বিভাগ বলে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিভাগ আছে তা যেন তারা ইতিপূর্বে শুনেনি– ভাবটা এরকম।

ইদানীং অনেক কলেজে মাত্রারিক্তভাবে বাণিজ্য বিভাগে ছাত্রছাত্রী কমতে বসেছে। বিশেষ করে ছেলেরা মানবিক কিংবা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে বাণিজ্য বিভাগে পড়তে চাইলেও মেয়েরা এ ব্যাপারে মোটেই সাড়া দিতে চায় না। ফলে মহিলা কলেজগুলোতে বাণিজ্য বিভাগের অবস্থা দিন দিন করুণ হতে বসেছে। মহিলা কলেজের শিক্ষকদের অনেক ক্ষেত্রেই বাড়ী বাড়ী গিয়ে ছাত্রী ভর্তি করতে হয়। এতেও মাঝে মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। কোন ছাত্রীর বাড়ী গিয়ে বাণিজ্য বিভাগের সুবিধা প্রকাশ করলে অনেকে আবার উল্টোটি ভেবে বসে।

কিছুটা আশার বিষয় হিসেবে স্বস্তি পাচ্ছি যে, সম্প্রতি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বাণিজ্য বিভাগের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে "হিসাব বিজ্ঞান ও হিসাব রক্ষণ" বিষয়টি অন্যতম ৪র্থ বিষয় হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করেছেন। এজন্য আমি বাণিজ্য বিভাগের একজন শিক্ষক হিসেবে কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিশেষে "জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড" কর্তৃপক্ষকে মাধ্যমিক পর্যায়ে বাণিজ্য বিভাগের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে পাঠ্যক্রম পুনঃনির্ধারণ এবং বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক স্কুলে বাণিজ্যের শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করে বাণিজ্য বিভাগকে সম্ভাব্য অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য একান্তভাবে দাবী জানাচ্ছি।

নূরুল আহমেদ, প্রভাষক,
ব্যবস্থাপনা বিভাগ,
মেহেরপুর মহিলা কলেজ, মেহেরপুর।